The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

কবি আবূ তাম্মামের কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

[The Artistic Features of Poet Abu Tammam's Poetry: An Analitical Study]

Dr. Muhammad Ekramul Islam
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 27 February 2025
Received in revised: 16 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Arabic poetry, Abu Tammam, *Dewanul Hamasah, Kitabul Wahshiat, Fuhulush Shuara, Kitabul Ikhtiarat min she`rish Shuarah.* Features. literature. Abbasid period etc.

ABSTRACT

In the field of Arabic poetry Abu Tammam (796-843 AD.) was one of the illustrious personalities in Abbasid period (750-1258 AD.). Abu Tammam is a name of great poet in the world of Arabic literature. He was Arabic poetry writer, compiler and author of works of literature. Poetry is unfading peace of Arabic literature. poetry has a trace and very interesting of Arablife along with peace and so more. He along with his books *Dewanul Hamasah, Kitabul Wahshiat, Fuhulush Shua`ra, Kitabul Ikhtiarat min she`rish Shuarah* etc. Has achieved wide ranging acceptance among the literature all over the world. Although Abu Tammam was very good presenting humour is his writing. We also get the social, political and Cultural picture of the Contemporary. I tried to discuss about the short life of Abu Tammam and his Artistic Features of Arabic Poetry.

ভূমিকা

উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) পতনের পর ১৩২ হিজরী মোতাবেক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর আব্বাসীয় যুগেই (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) আবির্ভাব ঘটে আরবী কাব্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবূ তাম্মামের (৭৯৬-৮৪৩ খ্রি.)। আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী কাব্য সাহিত্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। উমাইয়া যুগে সাহিত্য তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বীজ বপিত হয়েছিল আব্বাসীয় যুগে তা ফুলে- ফলে সুশোভিত হয়ে বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল। এ কারণে আব্বাসীয় যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। আব্বাসীয় যুগে যে সকল কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি আবূ তাম্মাম। তাঁর জীবনের অমর ও যুগশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো '*দীওয়ানুল হামাসাহ*'। যেখানে জাহিলী যুগ থেকে আব্বাসীয় যুগের আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিদের কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি গ্রন্থটিকে ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। আরবী কাব্য জগতে এটিই প্রথম অধ্যায়ভিত্তিক সংকলিত কাব্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ৮৮৪টি। আরবী কাব্য সাহিত্যে এটি কালজয়ী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। নিরলস কাব্যচর্চা ও তীক্ষ্ণমেধার অধিকারী কবি আবূ তাম্মাম আরবী কাব্যসাহিত্যের বিস্তৃত ময়দানে পদচারণা করে স্বীয় কাব্যকে সমৃদ্ধশালী শৈল্পিক মানে উন্নীত করেছেন। তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা ও শব্দ চয়ন চমৎকার। তাঁর *দীওয়ানুল হামাসাহ* গ্রন্থটি আরবী কাব্য প্রেমীদের নিকট অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ- *ফাহুলুশ শু'আরা*, এ গ্রন্থটি সংকলণে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত কবিতা ও কাব্য সংকলনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,তাতে কবির হৃদয়ের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায়। অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী এই কবির কবিতায় তাঁর মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত সকল কবিতা সুন্দর, সাবলীল ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আরবী কাব্য সাহিত্য দৈন্যতা নিবৃত্ত ও জড়তামুক্ত হয়েছিল। আরবী কাব্য সাহিত্যের শৈল্পিক উৎকর্ষ সাধনে আবূ তাম্মাম এর অবদান অনন্য। আরবী সাহিত্যে কবির অসাধারণ অবদান আজো চির অম্লান হয়ে আছে।

কবি আবূ তাম্মামের পরিচয়

কবি আবূ তাম্মাম ছিলেন আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) আরবী সাহিত্য কাব্যাঙ্গনের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। বাল্যকালেই কবি পিতাকে হারান। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে শৈশব থেকেই তাঁকে জীবিকার তাগিদে ছুটে বেড়াতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে। মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় যুগে যে কয়জন কবি কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় উঠেন কবি আবূ তাম্মাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নিজের মেধা ও যোগ্যতায় তিনি আরবী কাব্য সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম হাবীব, পিতার নাম আউস এবং উপনাম আবূ তাম্মাম।[১] তবে আবূ তাম্মাম হিসেবেই তিনি আরবী সাহিত্যজগতে সমধিক পরিচিত। কবি আবূ তাম্মাম আব্বাসীয় যুগে দামেশক ও তাবারিয়ার মধ্যবর্তী হাওরানের জাসেম নামক গ্রামে ১৮০ হিজরী মোতাবেক ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জুরজী যায়দানের মতে সিরিয়ার মামবেজ নামক স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি নিজেই তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে বলেছেন, مولدى

‘মولد أبى سنة ثمان وثمانين ومائة‘ আমার পিতার জন্ম ১৮৮ হিজরীতে।’[৩] অন্য দিকে হান্না আল ফাখূরীর মতে আবূ তাম্মাম ১৮০ হিজরী মোতাবেক ৭৯৬ খিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] আবূ তাম্মামের পুরো বংশপরিক্রমা হলো- আবূ তাম্মাম হাবীব ইবন আওস ইবন হারিস ইবন কায়স ইবন আশায ইবন ইয়াহইয়া ইবন মুযাইনা ইবন সাহম ইবন মালহান ইবন মারওয়ান ইবন দুফাফাহ ইবন মুর ইবন সা‘দ ইবন কাহিল ইবন আমর ইবন আদী ইবন আমর ইবনিল হারিছ ইবন আত্বয়ী ইবন আদাদ ইবন যায়দ ইবন ইয়াশজুর ইবন আরীব ইবন যায়দ ইবন কাহলান ইবন সাবা ইবন ইয়াশজুর ইবন আরুব ইবন কাহ্তান।[৫]

ঐতিহাসিক আবূল ফিদার মতে তাঁর বংশ পরিক্রমা হচ্ছে- আবূ তাম্মাম হাবীব ইবন আওস ইবন হারিস ইবন কায়স ইবন আশায ইবন ইয়াহইয়া আত্বয়ী।[৬] আবূ তাম্মাম সম্পর্কে ড. শাওকী দ্বায়ফ বলেন,

ومن يقرأ شعر أبى تمام وفخره العارم بطائئ صليبة وأنه من صميم طيئ لا دعى فيها ولا من مواليها

‘যে ব্যক্তি তাঁর কবিতা ও ত্বায় গোত্রকে নিয়ে তাঁর শক্তিশালী গৌরবগাথা পাঠ করবে সে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে না যে, তিনি (আবূ তাম্মাম) ত্বায় গোত্রের একজন ক্রুসেডার ছিলেন এবং খাঁটি ত্বায় গোত্রভূক্ত ছিলেন। এ গোত্রের দাবিদার বা মাওয়ালী ছিলেন না।’[৭]

কবি আবূ তাম্মাম ক্রুসেডার হলেও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক খতীব আল-বাগদাদী বলেন, وكان موصوفا با لظرف وحسن الأخلاق وكرم النفس ‘তিনি (আবূ তাম্মাম) ছিলেন কৌতুকপ্রিয় উত্তম চরিত্রের অধিকারী।’[৮] তিনি অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রায় ১৪০০০ কবিতা মুখস্ত করেছিলেন।[৯] ঐতিহাসিক আস-সূলী বলেন,

كان ابو تمام اذا كلمه انسان أجابه قبل انقضاء كلامه كأنه كان علم ما يقول فأعده جوابه

‘যখন কোন ব্যক্তি আবূ তাম্মামের সাথে কথা বলত তখন তার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি উত্তর দিতেন। যেন সে কী বলবে তা তিনি আগেই জেনে জবাব প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি লোক ছিলেন।’[১০]

মৃত্যু

আব্বাসীয় যুগের এই খ্যাতিমান কবি আবূ তাম্মমের মৃত্যু সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত উল্লেখ করা হলো:[১১]

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে আরবী কাব্য সাহিত্যের এই খ্যাতিমান কবি আবূ তাম্মাম ২৩১ হিজরী মোতাবেক ৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার মসুলে ইন্তিকাল করেন। কবি পুত্র তাম্মাম বলেন- مات(ابوتمام) فى سنة احدى و ثلاثين و مائتين ‘ তিনি (আবূ তাম্মাম) ২৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।’

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, আবূ বকর আস-সূলী, আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমী, ক্লার্ল ব্রকলম্যান, বুতরুসুল-বুস্তানী প্রমুখেরও মত এটিই।

অন্যদিকে হান্না আল-ফাখূরী, আবূল ফিদা, ইবনু জারীর আত-তাবারী, মুহাম্মাদ ইবন আরাফা প্রমুখের মতে আবূ তাম্মাম ২২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।’

আবার জুরজী যায়দান, ড. উমার ফররুখ ও মাখলাদ আল-মুসেলীর মতে ২৩২ হিজরী মোতাবেক ৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে আবূ তাম্মাম ইন্তিকাল করেন।’

আরবী কাব্যচর্চায় আবূ তাম্মামের জ্ঞানার্জন

আবূ তাম্মাম প্রথমে সিরিয়ার হিম্স (Hims) নগরে গিয়ে বসবাস ও শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে তিনি দারুল হিকমা ও মাসজিদগুলোর পাঠশালা থেকে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, বালাগাত এবং কবিতা রচনার কৌশল শিক্ষা করেন। মূলত হিম্স শহরের দায়রুল জিন্ন (دير الجن) নামক স্থান, যা ছিল আরবী কবিদের মিলনকেন্দ্র এখানেই কবির সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। অত:পর জ্ঞানার্জনের উদগ্র বাসনায় তিনি বাগদাদ, খুরাসান, নীশাপুর, হিজায, আর্মোনিয়া, মুসেলসহ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তৎকালীন প্রথিতযশা পণ্ডিতগণের নিকট থেকে আরবী সাহিত্যে বিশেষত: আরবী কাব্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১২] পিতার মৃত্যুর পর তিনি জীবিকার সন্ধানে দামিশ্‌ক ছেড়ে মুসলিম সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি মিসর গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ‘আমর ইবনুল আসের মসজিদে পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত হন। উক্ত মাসজিদে কবি-সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, তাফসীরকারক, বুদ্ধিজীবি জ্ঞানী-গুণী জ্ঞান চর্চার জন্য একত্রিত হতেন। তিনি সারাক্ষণ তাঁদের খেদমতে

নিয়োজিত থাকতেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও উক্ত মসজিদে আগমনকারী প্রথিতযশা পণ্ডিতদের সাহচর্যে জ্ঞান-সাধনায় নিজেকে সংযুক্ত রাখতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাসজিদের আঙ্গিনায় সমবেত কবি-সাহিত্যিকদের নিকট আরবী কবিতা প্রণয়ন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি বহু আরবী কবিতাও কণ্ঠস্থ করেন। সেখানেই তিনি কাব্যচর্চায় গভীর জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন।[১৩] উল্লেখ্য, কবি আবূ তাম্মাম যাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে আল-আসমা'ঈ (মৃ. ৮৩১ খ্রি.), আবূ উবাইদাহ (মৃ. ৮২৫ খ্রি.), আবুল আতাহিয়া (মৃ. ৮২৬ খ্রি.), আবূ নুয়াস (মৃ. ৮১৫ খ্রি.), খালাফ আল-আহমার (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪]

কাব্যিক জ্ঞানার্জনের কলাকৌশল

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মিসর থেকে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এসময় তিনি পূর্ণমাত্রায় কাব্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে খুরাসান, নাইসাপুর, হিজায, মুসেল, বাগদাদসহ আরবী সাহিত্যচর্চার প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করেন এবং যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে আরবী কবিতা রচনার কলাকৌশল আয়ত্ব করেন।[১৫] তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। আহমাদ আয যাইয়াত বলেন,[১৬]

كان ابو تمام فصيحا حلو الكلام فيه تمتمة يسيرة وكان ذكى الطبع حاضر البديهة قوى الذاكرة

'আবূ তাম্মাাম ছিলেন সুমিষ্ট বিশুদ্ধভাষী, তীক্ষ্ন মেধাসম্পন্ন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী।' কবিতায় দক্ষতা লাভের পর তিনি ধনীদের প্রশস্তিতে কবিতা রচনা করতে থাকেন। তিনি কখনো রাজদরবারে, কখনো প্রাদেশিক শাসনকর্তার আস্তনায়, আবার কখনো বেদুঈনদের পূর্ণ কুঠিরে সময় অতিবাহিত করতেন। তাদের প্রশংসাগাথা রচনা করে অর্থোপার্জন করাকেই তিনি জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৭] কালক্রমে আব্বাসীয় যুগের এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব কবি আবূ তাম্মাম হাবীব ইবন আউস যুগশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদার আসনে সমাসীন হন। তিনি প্রায় চৌদ্দ হাজার কবিতা মুখস্থ করে খ্যতির তুঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হন। আরবী কাব্যের প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর পদচারণা ছিল, তবে আরবী সাহিত্যের সমালোচকগণের দৃষ্টিতে কবি আবূ তাম্মাম শোকগাথা, প্রশংসাগাথা ও বর্ণনামূলক কবিতা রচনায় অধিক পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত দীওয়ানের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে প্রশংসাগাথা কবিতা। এ ছাড়া তাঁর রচিত সাহসিকতা (**الحماسه**), কুৎসামূলক (**الهجاء**), গৌরবগাথা (**الفخر**), প্রেমমূলক (**الغزل**), জ্ঞানগর্ভ কবিতা (**الحكم**), উপমামূলক (**التشبيه**) প্রভৃতি বিষয় কবিতাকে শৈল্পিক মানে উন্নীত করেছে।[১৮]

আবূ তাম্মম এর রচনাবলি ও কাব্য সংকলনসমূহ

আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) খ্যাতিমান কবি আবূ তাম্মম এর রচনাবলী ও কাব্য সংকলনসমূহ এতটাই উন্নত ছিল যে, পরবর্তী কবিগণ তাঁর অভিনব কবিতার কলাকৌশল ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা অনুকরণ করে নিজেদের কবিতায় ব্যবহার করেন। কবি আবূ তাম্মম কাব্যচর্চার পাশাপাশি অনেকগুলো কাব্যসংকলনও করেছেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক বুতরুসুল-বুস্তানী বলেন,[১৯] **أبو تمام أول شاعر عنى بالتأليف فاشتهر باختياراته** 'আবূ তাম্মামই প্রথম কবি যিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর সংকলন গ্রন্থগুলোর দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।' নিম্নে কবি আবূ তাম্মামের রচনাবলী ও কাব্য সংকলনের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো:[২০]

১. **দীওয়ানু আবী তাম্মাম (ديوان ابى تمام):** এটি কবির নিজের লেখা কাব্যগ্রন্থ। এতে গাযাল বা প্রেম, মাদাহ বা প্রশংসা, ফালসাফাহ বা দর্শন, সিয়াসাহ বা রাজনীতি, হিজা বা ব্যঙ্গ এবং মানবজীবনের নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

২. **মুখতারু শু'আরায়িল 'আরাব (مختار شعراء العرب):** এটি বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আরব কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। প্রতিটি কবির থেকে নির্বাচিত অংশের মাধ্যমে আরবী কাব্যের ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি সাহিত্য সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন।

৩. **আল-ইখতিয়ারাতু মিন শি'রিল কাবাইল (الاختيارات من شعر القبائل):** এতে প্রচীন আরবের বিভিন্ন গোত্রের কবিদের কবিতা সংগ্রহ করে তাঁদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এটি গবেষণাধর্মী সংকলন হিসেবে অতি মূল্যবান।

৪. **আল-ওয়াহশিয়াতু/ আল-হামাসাতুস সুগরা (الوحشيات/ الحماسة السغرى):** এটি অল্পপরিচিত কবিদের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে তৈরী। এতে বিচিত্র ভাব, মানবিক অনুভূতি, ব্যঙ্গ ও প্রজ্ঞা মিশে আছে। এটি মূলত *দীওয়ানুল হামাসাহ* এর পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

৫. **রাসায়িলু আবী তাম্মাম (رسائل ابى تمام):** এতে কবি আবূ তাম্মমের রচিত কিছু সাহিত্যিক চিঠি ও ছোট প্রবন্ধ আছে। যা রাজনৈতিক, সমাজ, নৈতিকতা ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় ভরপুর।

৬. **কিতাবু ফাহুলিশ শু'আরা (كتاب فحول الشعراء):** এতে কবি জাহিলী, মুখাদরাম ও ইসলামী যুগের কবিদের কবিতা চয়ণ করে সংকলন করেছেন। এটি একটি সমালোচনাধর্মী কাব্যগ্রন্থ, যেখানে আরব কবিদের রচনাশৈলী, ভাবধারা ও ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭. **নাকাইদু জারীর ওয়াল আখতাল (نقائض جرير والأخطل):** এতে কবি উমাইয়া যুগের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) বিখ্যাত দু'জন কবি জারীর ও আল-আখতালের ২০টি কবিতা সংকলন করেছেন। উল্লেখ্য, কবি জারীর ও আল-আখতাল ছিলেন 'নাকাইদ' ধারার অগ্রগণ্য কবি। আর কবি আবূ তাম্মাম তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করে এই ধারার কাব্যকে আরো শিল্পিত, দার্শনিক ও অলঙ্কারসমৃদ্ধরূপে রূপান্তর করেন।

৮. **দীওয়ানুল হামাসাহ (ديوان الحماسة):** এটি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রশংসিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে প্রাচীন আরব কবিদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, গৌরব, সহনশীলতা, নৈতিকতা ও জীবনের কঠোর বাস্তবতা নিয়ে রচিত কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। নিম্নে *দীওয়ানুল হামাসাহ* (**ديوان الحماسة**) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

দীওয়ানুল হামাসাহ (ديوان الحماسة): এ গ্রন্থটি কবি আবূ তাম্মমের বিখ্যাত কাব্য সংকলন। গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল বর্তমান সিরিয়ার প্রাচীন নগরী হিম্স শহরে ৮৩০-৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এবং তিনি ইন্তিকাল করেন ৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে।[২১] এটি তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি; যা তাঁকে আরবী কাব্য জগতে মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি দান করেছে। গ্রন্থটি সংকলনের একটি প্রসিদ্ধ পটভূমি রয়েছে। তা হলো- একদা কবি আবূ তাম্মম খোরাসানের গভর্ণর 'আব্দুল্লাহ ইবন তাহিরের[২২] সাথে সাক্ষাতের জন্য নাইসাপুর সফর করেন। নাইসাপুর যাত্রার পর আব্দুল্লাহ ইবন তাহির কর্তৃক প্রদত্ত উপঢৌকন অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং তথাকার আবহাওয়া অনুকুল না হওয়ায় তিনি দ্রুত প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রবল তুষারপাতের ফলে হামাদানে তাঁর যাত্রা বিরতি ঘটে। সেখানে তিনি আবূ আল-ওয়াফা ইবন সালামাহ[২৩] নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। ইবন সালামা কবি আবূ তাম্মমের গুণাবলি, যশ ও খ্যাতি শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশী হন এবং স্বীয় গৃহে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রন জানান। ফলে তিনি তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইবন সালামার গৃহে বিশাল লাইব্রেরী ছিল। সেখানে আরব ও অন্যান্য কবিদের রচিত বহু গ্রন্থ ছিল। যেহেতু প্রবল তুষারপাতের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই গ্রীস্মের আগমনে তা গলে রাস্তা চলার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করতে হয়েছিল। কবি প্রচুর অবসর সময় পেয়ে ইবন সালামার লাইব্রেরীতে বিশাল গ্রন্থসম্ভার অধ্যয়নের সুযোগ পান এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আরবী কাব্যগ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তা থেকে নির্বাচন করে সুবিশাল পাঁচটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তন্মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো *দীওয়ানুল হামাসাহ* । এটি কবি আবূ তাম্মমের জীবনের অনবদ্য সৃষ্টি।[২৪]

দীওয়ানুল হামাসাহ গ্রন্থটিকে **১০**টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ের নাম আল-হামাসাহ; যা গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অধ্যায়ের নামানুসারে এ গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছে *দীওয়ানুল হামাসাহ।* আরবী ব্যাকর ণের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **تسمية الكل باسم الجزء** অর্থাৎ কোন বস্তুর অংশবিশেষের উপর পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের নামকরণ। নিম্নে গ্রন্থটির অধ্যায় ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১ম অধ্যায়: আল-হামাসাহ বা বীরত্বগাথা

আলোচ্য অধ্যায়ে সর্বমোট ২৬২ টি কবিতার সংযোজন করা হয়েছে। এতে আরবদের বীরত্বগাঁথা, প্রতিশোধ গ্রহণে অদম্য স্পৃহা, রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলায় বীরত্বের বিবরণ, দূর্বলের সাহায্যার্থে এবং অত্যাচারীকে দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কবির কবিতায় চমৎকার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে কবি আল-হারীস ইবন হেলাল আল-কুরা'ঈ[২৫] রচিত নিম্নের কবিতা পংক্তিগুলো লক্ষণীয়,[২৬]

تعرض للسيوف إذا التقينا * وجوهـا لا تعـرض للـطـام

ولـست يخالـع عـنى ثيابى * اذا هر الـكمـاة ولا أرامـى

ولكنى يجـول المـهر تحـتى * الى الغارات با لعضب الحسام

'যুদ্ধের মাঠে তরবারীসহ আমরা এমন কিছু চেহারার মুখোমুখী হই, যে চেহারাগুলোতে কখনো চপেটাঘাত পড়েনি।'
শত্রুদের অপছন্দ হলেও আমি কখনো আমার অস্ত্র ত্যাগ করি না এবং তীর বর্ষণও বন্ধ করি না।
বরং অশ্বযুদ্ধের মাঠের দিকে তীক্ষ্ণ তরবারী নিয়ে আমার নীচ থেকে ধাবিত হয়।'

আলোচ্য অধ্যায়ে যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:[২৭]

ক. বিরত্ব ও সাহসিকতার চিত্রন: হামাসাহ শব্দের অর্থই হলো,বীরত্ব, সাহস। এ অধ্যায়ে বীরত্ব, যুদ্ধ-উৎসাহ ও সাহসিকতার বিবরণ রয়েছে।

খ. ভাষা ও শৈলী: সংকলনের কবিতাগুলো উচ্চমানের, সংক্ষিপ্ত অথচ শক্তিশালী ভাষায় রচিত; যা আরবী কবিতার প্রাচীন গাম্ভীর্য ও ফাসাহাত প্রকাশ করে।

গ. সাহিত্যিক গুরুত্ব: *আল-হামাসাহ* আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে স্বীকৃত। এটি শুধু কবিতার সৌন্দর্য নয়, বরং আরব সমাজের নীতি, বীরত্ব ও নৈতিক আদর্শও প্রকাশ করে।

ঘ. *আল-হামাসাহ* এর প্রভাব: পরবর্তীকালে অনেক কবি ও সাহিত্যিক আবূ তাম্মামের এই সংকলনের অনুসরণে অনুরূপ কবিতা-সংগ্রহ রচনা করেছেন।

ঙ. কবিতা-সংগ্রহ (Anthology): এটি কোন মৌলিক কাব্য নয়, বরং প্রাচীন আরবী কবিদের রচনাগুলির একটি সংকলন। আবূ তাম্মাম বিভিন্ন কবির কবিতা সংগ্রহ করে এতে স্থান দিয়েছেন।

২য় অধ্যায়: আল-মারাছী বা শোঁকগাথা

উক্ত অধ্যায়ে সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ১৪০টি। তাতে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে শোঁক জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধে নিহত বীর পুরুষ, কবির নিকটাত্মীয় এবং নিজ গোত্রের কোন নেতৃস্থানীয় মর্যাদাসম্পন্ন মৃত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক জ্ঞাপনমূলক কাব্য স্থান পেয়েছে। যেমন কবি 'আতা আস-সিনদী ওয়াসিতের[২৮] যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে বলেন,[২৯]

الا ان عينـا تجد يـوم واسط * عليـك بجارى دمعها لجمود

عشية قام النائحات وشققت * جيوب بـأيـدى مأتم وخـدود

فإن تمس مهجور الفناء فرما * اقام به بعد الوفـود و وفـود

فـإنك لم تبـعد على مـتعهد * بلى كل من تحت التراب بعيد

'ওয়াসিতের যুদ্ধে তুমি যে দিন নিহত হয়েছিলে সেদিন চোখ কার্পণ্য করে অশ্রু বর্ষণ করেনি।

স্মরণ কর সেই বিকেলের কথা যখন রমণীরা চিৎকার করে বুকের কাপড়গুলো ছিড়ে ফেলছিল এবং নিজেদের গালে চড় মারছিল (বিলাপ করছিল)।

যদিও আজ তোমার বাড়ির বহিরাঙ্গন বিরান হয়ে পড়েছে; অথচ এক সময় এখানে লোক দলে দলে আগমন করত।

যারা মাটির নীচে চলে যায় তারা অনেক দূরে চলে যায়; কিন্তু তোমার স্মরণকারীদের থেকে তুমি বেশী দূরে নও।'

উল্লিখিত কবিতা পংক্তিগুলোতে কবি উমাইয়া খিলাফতের সর্বশেষ শাসক মারওয়ান ইবন হিমারের (মৃ.৭৫০ খ্রি.) বাহিনীর সাহসী প্রধান সেনাপতি (Commander in Chief) আব্দুল্লাহ ইবন হুবায়রা আল-ফাযারী (**عبد الله بن هبيرة الفزارى**)-কে স্মরণ করে শোঁকগাঁথা রচনা করেছেন। যিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া বাহিনী ও আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত বাহিনীর সাথে ভয়াবহ ওয়াসিতের যুদ্ধে (Battle of Wasit) পরাজিত ও নিহত হন। উপরোক্ত বিখ্যাত প্রধান সেনাপতির মৃত্যুতে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই তিনি স্বীয় হৃদয়ের বিরহ ব্যথা ও শোকানুভূতি করুনভাবে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।[৩০]

৩য় অধ্যায়: আল-আদাব বা শিষ্টাচার

এ অধ্যায়ে সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ৫৮টি। এতে কবি আদাব বা শিষ্টাচার সম্পর্কিত প্রশংসনীয় চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাচীন আরবসমাজে শিষ্টাচার ছিল দুর্লভ ও অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এ বিষয়ে তাঁরা অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের এবং পরবর্তীদের রচিত কবিতা সম্ভার থেকে বাছাই করে অনেক কবিতা এ অধ্যায়ে 'আবূ তাম্মাম সন্নিবেশিত করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের তৃতীয় স্তরের কবি মিসকীন আদ-দারিমী[৩১] রচিত কবিতা দিয়ে এ অধ্যায়ের সূচনা। এখানে ধৈর্য, সহনশীলতা, সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশংসনীয় চরিত্র, গোপনীয়তা, উত্তম ব্যবহার, মাধুর্যপূর্ণ নৈতিকতা ইত্যাদি শিষ্টাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কবি আল-মুরার ইবন সা'ঈদ[৩২] রচিত নিম্নের কবিতা পংক্তিদ্বয় লক্ষনীয়,[৩৩]

إذا شئت يوما ان تسود عشيرة * فبالحلم سدلا بالتسرع والشتم

والحلـــم خـير فاعلمن مغبة * من الجلل الا ان تشمس الظلم

'কখনো তুমি কোন সম্প্রদায়ের নেতা হতে চাইলে ধৈর্য- সহনশীলতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা নেতৃত্ব গ্রহণ কর। খারাপ কাজ দ্রুততা করে এবং গাল-মন্দ করে নেতৃত্বে আসীন হয়ো না।

জেনে রাখবে, ধৈর্য- সহনশীলতা অবশ্যই দ্রুততা থেকে উত্তম। তবে অত্যাচার-নির্যাতনের উদ্দেশ্যে রৌদ্র দগ্ধ ছাড়া।'

৪র্থ অধ্যায়: আন-নাসীব বা প্রণয়গাথা

এ অধ্যায়ে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়মূলক বর্ণনা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এতে সর্বমোট ২৬২ টি কবিতার সমাহার রয়েছে। কবি আবূ তাম্মম আরবদের প্রেমগাথাকে সুষমামন্ডিত করে প্রস্ফুটিত করার লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে বিভিন্ন কবির প্রেমমূলক কবিতা সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন কবি ইননুদ দামীনাহ[৩৪] বলেন,[৩৫]

اما يستفيق القلت الأ انبرى له * توهم ضيــف من ســعاد ومربــع

أخادع عن اطــلالها الــعــين إنه * متى تعرف الأطلاع عينك تدكع

عهد بها وحشـا عليــها براقـــع * وهذى وحوش أصبحت لم تبرقع

‘ গ্রীষ্ম-বসন্তে যখন সো‘আদের কল্পনা আমার মনে উদয় হয় তখন কেন আমার অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠবে না?

আমি তার বাস্তভিটা দেখার ব্যাপারে চোখের সাথে ধোঁকাবাজি করি। কারণ যখনই আমার চোখ তার বাস্তভিটা দেখে চিনতে পারবে, তখনই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়বে।

সেখানে যখন আমি আমার প্রিয়াকে দেখতাম তখন তাকে হিজাব পরিহিতা দেখতাম। আর আজ হিজাব ছাড়া অনেক বন্য প্রাণী দেখছি।’

৫ম অধ্যায়: আল-হিজা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ

এ অধ্যায়ে সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ৮০টি। প্রাচীন আরব কবিগণ শত্রুপক্ষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা, তাদেরকে হুমকি প্রদান এবং সমাজে হেয় করার মানসে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন। এ বিষয়ে তাদের রচিত কবিতাসম্ভার থেকে কবি আবূ তাম্মম বাছাইকৃত কবিদের হিজা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপমূলক কবিতা এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন কবি কা‘নাব ইবন উম্মে সাহিব[৩৬] বলেন,[৩৭]

ان يسمعوا ريبة طاروا يها فرحا * منى وما سمعوا من صالح دفنوا

صم اذا سمــعوا خــيرا ذكر تبه * وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا

جهلا عليــنا وجبنا عن عدهم * لبئست الخلتان الجهل والجبن

‘তারা যখন আমার উপর চাপিয়ে দেয়া কোন অপবাদের কথা শোনে তখন তা সানন্দে ছড়িয়ে দেয়। আর আমার কোন গুণের কথা শুনলে তারা তা গোপন করে।

তারা যখন আমার কোন ভালো খবর শুনে তখন তারা বধির হয়ে যায়। আর তাদের সামনে আমার কোন দুঃসংবাদ উল্লেখ করা হলে তারা কান লাগিয়ে শোনে।

তারা আমাদের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং শত্রুদের সামনে তারা ভীরু। অজ্ঞতা ও ভীরুতা নিশ্চয়ই দুটি মন্দ বৈশিষ্ট্য।’

৬ষ্ঠ অধ্যায়: আল-মাদাহ ও আল-আদইয়াফ বা স্তুতিবাদ ও আতিথ্য

এ অধ্যায়ে সংকলিত সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ১৪৩টি। প্রাচীন আরবদের চিরাচরিত অভ্যাস আতিথেয়তা আজও পৃথিবীর ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে। তাদের প্রশংসাবাদও ছিল অত্যন্ত বাস্তবানুগ। এ বিষয়ে তাদের রচিত কাব্যসম্ভার থেকে আবূ তাম্মম সংগতিপূর্ণ অনেক কবির কবিতা এ অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন। যেমন কবি মুররা ইবন মাহ্কান[৩৮] স্বীয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন,[৩৯]

يا ربة البيت قومى غيرصارة * ضمى اليك رحال القوم والقربا

‘হে বাড়ীর মালিক (সহধর্মিনী) সসম্মানে দাঁড়িয়ে যাও এবং অতিথিকে হাওদা ও হাতিয়ার নিজের সাথে মিলিয়ে নাও।’

প্রশংসাবাদ কবিতার ক্ষেত্রে আবূ তাম্মাম রচিত আহমাদ ইবন আল-মু‘তাসিমের[৪০] প্রশংসায় বলেন,[৪১]

اقدام عمرو فى سماحة حاتم * فى حلم احنف فى ذكاء اياس

‘আপনি (আহমাদ ইবন আল-মু‘তাসিম) আমর ইবন মা‘দিকারিব- এর সাহসিকতা, হাতিম তাঈর বদান্যতা, আহনাফ ইবন কায়সের ধৈর্য্য ও ইয়াস ইবন মু‘আবিয়ার বিচক্ষণতার গুণে গুণান্বিত।’

৭ম অধ্যায়: আস-সিফাত বা বর্ণনা

এ অধ্যায়ে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ৪টি। এতে বিভিন্ন বস্তুর সিফাত বা বর্ণনা সম্বলিত কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন কবি মালহা আল-জারামী[৪২] বলেন,[৪৩]

يبارى الرياح الحضرميات مزنه * بمنهر الأرواق ذى قزع رفض

يغادر محض الماء ذو هو محضه على اثره ان كان للماء من محض

يروى العروق الهامدات من البلى من العرفج النجدى ذو بادو الهمض

'এই মেঘ প্রচণ্ড স্বচ্ছ বৃষ্টি নিয়ে হাযরামাউত থেকে চলে আসে। এই ঘন মেঘ উপত্যকার সংকীর্ণ ভূমিতে মুষলধারে স্বচ্ছ বৃষ্টি বর্ষণ করে।

এই মেঘ অনুর্বর ভূমি অতিক্রমকালে তথাকার মৃত বৃক্ষ-গুল্ম সঞ্জীবিত হয়ে উঠে।

এই মেঘ তার বিশালত্ব ও ভারত্বের কারণে এমনভাবে চলে, যেমনিভাবে ভারী পাথরের সাথে বাঁধা উট কষ্ট করে চলে।'

৮ম অধ্যায়: আস-সা'ঈ ওয়ান-নুআ'স বা ভ্রমণ ও প্রশান্তি

এ অধ্যায়ে সংকলিত সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ৯টি। এতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ এবং ভ্রমণের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের বর্ণনা সম্বলিত কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন কবি ওয়াকিদ ইবন আল-গাতরীফ আত্বঈ[৪৪] বলেন,[৪৫]

يقولون لا تشرب نسيئا فانه * وان كنت حرانا عليك وخيم

لئن لين المعذى بماء مويسل * بغـانى جـاء انـى لـسقيم

'তারা আমাকে বলেছে তৃষ্ণার্ত হলেও তুমি এই পানি মিশ্রিত পান কর না, কারণ এটা তোমার জন্য কঠিন হবে।
(আমি জবাবে বলরাম) অশ্রু মিশ্রিত এই দুধ তোমাকে রোগাক্রান্ত করলেও আমার কোন ক্ষতি নেই, কারণ আমি তো চূড়ান্ত অসুস্থ্য।'

৯ম অধ্যায়: আল-মুলাহ বা হাস্যরস

এ অধ্যায়ে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ৩৮টি। তৎকালীন আরব সমাজের সাহিত্য পরিমণ্ডলে রসিকতা ও হাসির উদ্রেক পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি আবুল খান্দাক[৪৬] স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেযার সময় বলেন,[৪৭]

أعوذ يالله مـن لـيل يـقربنى * الى مضـاجعة كـالدلـك بـالمسـد

لقد لمست معراها فما وقعت * مما لمست يـدى الا عـلى وتـد

فى كل عضولها قرن تصك به * جنب الضجيع فيضحى واهى الجسد

'আমি আল্লাহর নিকট সেই রাত থেকে মুক্তি চাই, যে রাতে আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে শোয়ার জন্য নিয়ে যায়।
আমি যখন তার (সেই রমণীর) শরীর স্পর্শ করি, তখন মনে হয় আমার হাত কোন শক্ত লৌহ পেরেকের উপর পড়েছে।
তার প্রতিটি অঙ্গ যেন শিং, যা দিয়ে শয়নসঙ্গীকে আঘাত করে। আর শয়নসঙ্গীর শরীর তা প্রতিরোধে অক্ষম।'

১০ম অধ্যায়: মাযাম্মাতুন-নিসা বা নারীনিন্দাবাদ

এ অধ্যায়ে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ১৮টি। এতে নারীদের দোষক্রটিসহ বিভিন্ন দিকের বর্ণনা সম্বলিত কবিতা সংকলিত হয়েছে। যেমন কবি উবাইদা[৪৮] বলেন,[৪৯]

منبـت بزنمردة كا لـعصا * الـص وأخـبت من كندش

تحب النساء وتأبي الرجال * وتمشى مع الأخبت الأطيش

'আমি পরীক্ষায় পড়েছি এমন রমণীর দ্বারা, যার গঠনাকৃতি পুরুষের ন্যায় এবং সে চিলের চেয়েও বড় চোর ও বদমাশ।
সে মহিলাদেরকেই পছন্দ করে এবং পুরুষদের অপছন্দ করে, আর বখাটে বদমাশদের সাথে ঘোরাফেরা করে।'[২৮]

উপসংহার

আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় আমলের কাব্যগগণের নীলাভ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কবি আবূ তাম্মাম (৭৯৬- ৮৪৩ খ্রি.)। আরবী কাব্য সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর পদচারণা ছিল। তবে সাহিত্য সমালোচকদের মতে তিনি প্রশংসাগাঁথা, শোকগাঁথা ও বর্ণনামূলক কবিতায় বেশী পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। আব্বাসীয় আমলে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়েছিল সেগুলো কবি আবূ তাম্মামের নখদর্পণে ছিল। সেজন্য তাঁর কবিতায় জ্ঞানগর্ভ বিষয় ফুটে উঠেছে। তিনি পার্থিব জীবন সম্পর্কে বলেছেন,

فلا تأمن الدنيا وان هى أقبلت * عليك فما زالت تخون وتغدر

'যদি দুনিয়া তোমার দিকে অগ্রসর হয় তবুও তুমি দুনিয়াকে নিরাপদ মনে করো না। কারণ সে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করে।'

কাব্যচর্চার পাশাপাশি কবি আবূ তাম্মাম *দীওয়ানুল হামাসাহ* সংকলন করে আরবী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেখানে জাহিলী যুগ থেকে আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নিরলস কাব্যচর্চা ও তিক্ষ্মমেধার অধিকারী আবূ তাম্মাম আরবী কাব্য সাহিত্যের বিস্তৃত ময়দানে পদচারণা করে স্বীয় কাব্যকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা ও শব্দ চয়ন চমৎকার। *দীওয়ানুল হামাসাহ* ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ হলো *আল-হামাসাতুস-সুগরা, নাকাইদু জারীর ওয়াল আখতাল, কিতাবুল ইখতিয়ারাত মিন আশ'আরিল ক্বাবাইল, কিতাবুল ইখতিয়ারাত মিন শি'রিশ শু'আরা। ফাহুলুশ শু'আরা* গ্রন্থটি সংকলণে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই কবির কবিতায় তাঁর মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত সকল কবিতা সুন্দর, সাবলীল ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর কারণেই আরবী কাব্য সাহিত্যের দৈন্যতা নিবৃত্ত ও জড়তামুক্ত হয়েছিল। আরবী কাব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষতঃ শৈল্পিক কাব্যে আবূ তাম্মাম এর অবদান অনন্য ও অসামান্য। মৃত্যুপরবর্তী সময়ে আবূ তাম্মমের দীওয়ানসহ তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতার চর্চা ও আলোচনা অব্যাহত আছে আরবী কাব্য জগতে। তিনি চিরস্মরণীয় থাকবেন সকল কাব্য প্রেমিকের হৃদয়ে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুল রিসালাহ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৬৩; জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৭৪।

২ আবূ বকর আহমদ ইবন আলী-খাতীব, *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২৫২; আবূ বকর আস-সূলী, *আখবারু আবী তাম্মাম* (কায়রোঃ লাজনাতুত তালীফ ওয়াত-তারজামাহ ওয়ান নাশর, পৃ. ১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ২৭২-২৭৩।

৩ তদেব।

৪ হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, (বৈরুতঃ আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যাহ.তা.বি.), পৃ. ৪৮০।

৫ আবুল ফিদা হাফিয ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩১২।

৬ *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

৭ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফিশ্ শি'রিল আরাবী* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ২১৯।

৮ *তারীখু বাগদাদ*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

৯ মুহাম্মাদ মাহদী আল-বাসীর, *ফীল আদাবিল আব্বাসী* (বাগদাদঃ মাতবা'আতুন নাজাহ, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ২০৪।

১০ *আখবারু আবী তাম্মাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

১১ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; আহমদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখু আদাবিল আরাবী* (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২১২; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৩৭৪।

১২ আনীস আল-মাকদিসী, *'উমারাউশ শি'রিল আরাবী ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী* (বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৮৫।

১৩ ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, *কবি আবূ তাম্মাম ও তাঁর দীওয়ানুল হামাসাহ*: একটি পর্যালোচনা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, ২০০৬ খ্রি.). পৃ. ৯৯।

১৪ উমার রিদা কাহ্‌হালা, *মু'জামুল মুওয়াল্লিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫২৪।

১৫ আহমদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখু আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

১৭ ড. মো. সেতাউর রহমান, *আব্বাসীয় খলীফা ও সমকালীন কবি মানস* (ঢাকাঃ মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস, ২০২০ খ্রি.), ৩২৫।

১৮ ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশ্‌ক আল-কাবীর*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২২।

১৯ বুতরুসুল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল 'উছুরিল 'আব্বাসী* (বৈরুতঃ দারু নাযীর আববুদ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩২৭।

২০ *'উমারাউশ শি'রিল আরাবী ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬ *দীওয়ানু আবী তাম্মাম*, পৃ. ৪৮৯।

২১ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

২২ আব্দুল্লাহ ইবন তাহির আল-খুরাসানী ১৮২ হিজরী মোতাবেক ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসান অঞ্চলের বিখ্যাত তহিরিদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন তাহির ইবন হুসাইন, যিনি আব্বাসীয় খিলাফতের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি খলীফা আল-মামুন ও আল-মু'তাসিমের শাসনামলে খোরাসানের গভর্ণর ছিলেন। তিনি গভর্ণর থাকা অবস্থায় ২৩০ হিজরী মোতাবেক ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে নিশাপুর শহরস্থ কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দ্রষ্টব্যঃ জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭।

[২৩] আবূ আল-ওয়াফা ইবন সালামাহ ৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদীপের নাজদ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধী আত-ত্বাঈ (الطائ); তিনি আত-ত্বাঈ নামের প্রাচীন আরব গোত্রের বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্য ও ভাষা-বিশারদ, যিনি কবি আবূ তাম্মামের শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তিনি সিরিয়ার হিম্স শহরে ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: আবুল বারাকাত আল-আনবারী, *নুযহাতুল আলিব্বা ফী তাবাকাতিল উদাবা* (বৈরুত: ক্যাথলিক প্রকাশনী, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ৯৮-৯৯।

[২৪] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭৯।

[২৫] কবি আল-হারীস ইবন হেলাল আল-কুরা'ঈ আরব উপদ্বীপের হেজাজ অঞ্চলে ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরবী গদ্য ও পদ্যের প্রারম্ভিক যুগের কবি, যিনি সাহিত্যিক হিসেবে যুক্তি, রস ও ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ। কবি আবূ তাম্মাম তাঁর *দীওয়ানুল হামাসা* গ্রন্থে কবি আল-হারীস ইবন হেলালের বেশ কিছু কবিতা সংকলন করেছেন; বিশেষত বীরত্ব ও ধর্য্যবিষয়ক অধ্যায়ে। আবূ তাম্মাম তাঁকে সাহসী কণ্ঠের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। আরবী সাহিত্যের এই খ্যাতিমান কবি আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রারম্ভিক সময় ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: বুতরুসুল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব ফিল 'উছূরিল 'আব্বাসী আববূদ*, পৃ. ৩৩৭।

[২৬] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, ১ম প্রকাশ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৫।

[২৭] আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব ফী আদাবিয়্যাতি ওয়া ইনশাই লুগাতিল 'আরাব*, ২য় খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১৯১।

[২৮] ওয়াসিত (Wasit) একটি শহরের নাম; যা ইরাকের কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ স্থানে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের সর্বশেষ শাসক মারওয়ান ইবন হিমারের (মৃ.৭৫০ খ্রি.) বাহিনীর সাথে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত বাহিনীর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্য দিয়েই উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা ঘটে। দ্রষ্টব্য: শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্টওয়েজ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮৬; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা* (মিসর: আল-মাকতাবাতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৩৫১ হি.), পৃ. ২০৬।

[২৯] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

[৩০] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

[৩১] মিসকীন আদ-দারিমী: কবির পূরো নাম মিসকীন ইবন আল-আসওয়াদ আদ-দারিমী (مسكين بن الأسواد الدارمي)। তিনি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের আদ-দারিমী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রিছা বা শোঁকগাঁথা ও ফাখ্‌র বা গৌরবগাঁথা ধারার কবিতা রচনা করতেন। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা আবূ তাম্মাম সংকলিত *আল-হামাসাহ* গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তিনি ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

[৩২] আল-মুরার ইবন সা'ঈদ: তিনি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের তামীম গোত্রের শাখা বানু দারিমী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন মুখাদরাম কবি ও কবি মিসকীন আদ-দারিমীর (মৃ.৭৭০ খ্রি.) সমসাময়িক । তিনি আদাব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কবি আবূ তাম্মাম তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা স্বীয় *আল-হামাসাহ* গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বানু দারিমী গোত্রে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

[৩৩] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[৩৪] কবি ইননুদ দামীনাহ: তিনি ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা আবূ তাম্মামের *আল-হামাসাহ* গ্রন্থের আন-নাসীব অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত। তাঁর রচিত কবিতায় প্রেম, শোঁক ও মানবিক অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি আনুমানিক ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[৩৫] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[৩৬] কবি কা'নাব ইবন উম্মে সাহিব (Kanab ibn Umme Sahib) ৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের নাজদ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন; যা বর্তমানে সৌদী আরবের পশ্চিম ও মধ্যভাগে অবস্থিত। তাঁর কাব্য কবি আবূ তাম্মামের *আল-হামাসাহ* গ্রন্থে সংরক্ষিত থাকায়, তিনি আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি আল-হিজা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[৩৭] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

[৩৮] কবি মুররা ইবন মাহ্‌কান ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের নাজদ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন; যা বর্তমানে সৌদী আরবের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। তাঁর রচিত কবিতা নৈতিক শিক্ষা. আত্মমর্যাদা ও শৌর্যের প্রতীক। আল-মাদাহ অধ্যায়ের কবিতায় কবি মুররা ইবন মাহ্‌কান উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের প্রশংসা ও সমাজে ন্যায়বিচারের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। পাশপাশি আরবদের অতিথী পরায়নতার প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

[৩৯] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০।

[৪০] আহমাদ ইবন আল-মু'তাসিম ১৯৪ হিজরী মোতাবেক ৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের সামারা অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ এর পুত্র। আবূ তাম্মাম তাঁর বহু কবিতায় আহমাদ ইবন আল-মু'তাসিমের বীরত্ব, উদারতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। তাঁকে সে সময়ের যুবরাজ ও সামরিক নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি ২৫১ হিজরী মোতাবেক ৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের সামরা অঞ্চলে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: আনীস আল-মাকদিসী, *'উমারাউশ শি'রিল আরাবী ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

[৪১] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭।

[৪২] কবি মালহা আল-জারামী ইসলাম পূর্ব যুগে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের নাজদ অঞ্চলে আল জারম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরব মরু-সংস্কৃতির এক বেদুইন কবি। যাঁর কবিতা আবূ তাম্মাম সংকলন করেছেন স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ আল-হামাসাহ (الحماسة)-তে। তিনি ইসলাম পূর্ব যুগে ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজ গোত্রে মৃত্যুবরণ করেন। । দ্রষ্টব্য: আনীস আল-মাকদিসী, *'উমারাউশ শি'রিল আরাবী ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

[৪৩] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

[৪৪] কবি ওয়াকিদ ইবন আল-গাতরীফ আতুঈ ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের আতুঈ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কবি মিসকীন আদ-দারিমীর (মৃ.৭৭০ খ্রি.) সমসাময়িক। আস-সা'ঈ ওয়ান-নুআ'স বা ভ্রমণ ও প্রশান্তি সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কবি আবূ তাম্মাম তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা স্বীয় *আল-হামাসাহ* গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের আতুঈ গোত্রে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

[৪৫] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১।

[৪৬] কবি আবুল খান্দাক একজন প্রাচীন আরব কবি। তিনি ইসলাম পূর্ব যুগে ৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের হিজায অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আল-মুলাহ বা হাস্যরস কবিতা রচনায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। যাঁর কবিতা আবূ তাম্মাম সংকলন করেছেন স্বীয় বিখ্যাত *আল-হামাসাহ* গ্রন্থে । তিনি ইসলাম পূর্ব যুগে ৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। । দ্রষ্টব্য: আনীস আল-মাকদিসী, *'উমারাউশ শি'রিল আরাবী ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[৪৭] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

[৪৮] প্রাচীন আরব কবি উবাইদা ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে জন্ম গ্রহণ করেন। মাযাম্মাতুন-নিসা বা নারী গঞ্জনা প্রশঙ্গে তাঁর অসাধারণ কবিতাগুলো আবূ তাম্মামের *আল-হামাসাহ* গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। তিনি আনুমানিক ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য: কার্ল ব্রোকালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[৪৯] আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।